প্রথম আলো

তারিখ ....5. FEB. 2009...
পৃষ্ঠা ... কলাম ......

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে চাপ দিয়ে পদোন্নতি আদায়!

রাজশাহী অফিস ●

কর্মচারীদের চাপের মুখে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান গত সোমবার চার কর্মচারীর পদোন্নতিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। বোর্ড সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে তাঁদের এই পদোন্নতির অনুমোদন কার্যকর হবে।

শিক্ষা বোর্ডের কর্মচারীদের সূত্রে জানা গেছে, দুই বছর ধরে আটজন কর্মচারীর পদোন্নতি পাওনা হলেও কর্তৃপক্ষ এই পদোন্নতি আটকে রেখেছিল। তাঁদের মধ্যে ১৫ দিন আগে চারজনের পদোন্নতি হয়। বাকি চারজনের পদোন্নতি অজ্ঞাত কারণে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এদিকে আগামী ৩০ মার্চ বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক এনামুল হক অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে (এলপিআর) যাবেন। কর্মচারীদের দাবি ছিল, এলপিআরে যাওয়ার আগেই তিনি কর্মচারীদের পদোন্নতি দিয়ে যাবেন।

গত সোমবার চেয়ারম্যান প্রশ্ন তৈরির কাজে ঢাকায় চলে যাচ্ছেন—এই খবর পেয়ে কর্মচারীরা দুপুর ১২টার দিকে চেয়ারম্যানের কক্ষে জড়ো হন। তাঁরা প্রায় এক ঘণ্টা চেয়ারম্যানকে তাঁর কক্ষে অবরুদ্ধ করে রাখেন। কর্মচারীরা চেয়ারম্যানের কক্ষের ভেতরে পদোন্নতিপত্রে স্বাক্ষরের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন। একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে চেয়ারম্যান তাঁদের পদোন্নতিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

বোর্ডের কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মঞ্জুর রহমান খান বলেন, অন্য সব শিক্ষা বোর্ডেই পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে। অথচ তাঁরা পদোন্নতি পাওয়ার যোগ্য হলেও দীর্ঘ দুই বছর ধরে তাঁদের পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে না। তাঁদের মধ্যে দুজন পদোন্নতি পাওয়ার পরই এলপিআরে চলে যাবেন। তিনি অভিযোগ করেন, ৩৬ বছর ধরে চাকরি করেও কর্তৃপক্ষের গড়িমসির কারণে তাঁরা পদোন্নতি পাচ্ছিলেন না। সে জন্য একটু জোরাজুরি করে দাবি আদায় করতে হয়েছে।

বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এনামুল হক পদোন্নতিপত্রে স্বাক্ষরের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গড়িমসি নয়, '৯৭-এর খসড়া প্রবিধিমালা চূড়ান্ত না হওয়ায় পদোন্নতি দেওয়া যাচ্ছিল না।